আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের কার্যাবলি
Functions of Curriculum in Modern Education

পাঠ্যক্রম (Curriculum) যে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এই বিশ্বাস প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাবিদগণের মনে যেমন ছিল, আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মধ্যেও আছে। শিক্ষাপ্রক্রিয়া তা যে ভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সাধারণভাবে, শিক্ষার যে-কোনো পর্যায়ে, শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়, সেই লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হওয়ার পথ নির্দেশ করে পাঠ্যক্রম। একটি পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করা হয়, সেগুলি যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলে, তার ব্যক্তিগত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। কারণ, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহায়ক সকল রকম অভিজ্ঞতাই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মুখ্য এবং প্রত্য ক্ষ কাজ হল—শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করা। তবে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education) সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রক্রিয়ার

Scanned by CamScanner

ফোকাস (Focus) বা মূল বিন্দু। এই লক্ষ্যের দ্বারাই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যাবলি প্রভাবিত হয় এবং সেই লক্ষ্যই সেগুলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের কাজ (Function of Curriculum) প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথনির্দেশ করা হলেও পরোক্ষভাবে তা শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলিকে প্রভাবিত করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জর্জ বিউক্যাম্প (George Beauchamp) পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন— "A legitimate use of the curriculum is to refer to a system within which decisions are made about what the curriculum will be and how it will be implemented"। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের প্রক্রিয়া ও তাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করা সম্ভব। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম পরোক্ষভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু (Content), পদ্ধতি (Method), প্রদীপন নির্বাচন (Selection of aids), মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদি কাজগুলিকেসহায়তা করে। এ ছাড়া, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি এবং সমাজের চাহিদাগুলিও পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয়। পাঠ্যক্রমের এই জাতীয় কাজগুলিকে তার পরোক্ষ কার্যাবলি (Indirect functions) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পাঠ্যক্রমের এই জাতীয় কয়েকটি পরোক্ষ কাজের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল।

বিষয়বস্তুর ক্রম নির্ধারণ

এক মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষণের (Psychological teaching) জন্য পাঠ্যবিষয়বস্তুর বা প্রদেয় অভিজ্ঞতাগুলির উপযুক্ত বিন্যাসের (Organisation) প্রয়োজন হয়। এই উপযুক্ত বিন্যাসের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল, বিষয়বস্তুগুলির যথাযোগ্য ক্রম (Appropriate order) নির্ধারণ করা। মনোবিদগণ তাঁদের বিভিন্ন অনুশীলনলব্ধ তথ্যাবলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিষয়বস্তুগুলিকে যখন তাদের যৌক্তিকক্রমে (Psychological order) সাজানো হয়, তখন সেগুলি আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতাগুলিকে তাই তাঁরা শিক্ষার্থীদের মনের উপযোগী করে মনোবৈজ্ঞানিক ক্রমে, সেগুলির কাঠিন্যানুসারে সজ্জিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাঠ্যক্রম রচনার সময় এই নীতি অনুসরণ করা হয় বলে, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আধুনিক পাঠ্যক্রমে আদর্শ ক্রমবিন্যাসে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় হয়। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের একটি পরোক্ষ কাজ হল, শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়বস্তু উপস্থাপনে যথাযোগ্য ক্রম নির্ধারণে সহায়তা করা।

সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন

দুই একটি সুগঠিত পাঠ্যক্রম, সমাজের মানবসম্পদের (Human resource) ভবিষ্যৎ চাহিদা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী নাগরিকতার (Citizenship) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে, পাঠ্যক্রমের এই অভিজ্ঞতাগুলির প্রকৃতি বিচার করলে, সমাজ কোন্ পথে অগ্রসর হবে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে একথাও স্মরণ করার দরকার যে সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি, শুধুমাত্র শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সম্ভব নয়। সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি সে বিষয়ে সচেতন না হলে, সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না। শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির পরিকল্পনা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করে তোলা যায়। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের আর একটি কাজ হল, ভবিষ্যৎ সামাজিক চাহিদাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা (Project future need of the society)।

শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতিফলন

তিন পাঠ্যক্রমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করা (Satisfy the needs of the pupil)। মনোবিদগণ বলেছেন, জীবনের বিকাশ হয় ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তার দরুন। ব্যক্তির মধ্যে সেই সক্রিয়তা আসে, তার একান্ত নিজস্ব চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির তাড়নায়। সুতরাং শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, পাঠ্যক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত, যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ তাদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে। পাঠ্যক্রম এই নীতিভ্রষ্ট হলে, শিক্ষার্থীগণ তাদের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য বিকল্প কোনো মাধ্যমের সন্ধান করবে। তার ফলে, সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাই অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে পড়বে। তাই আধুনিককালে পাঠ্যক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীগণের চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য বলা

Scanned by CamScanner

হয়—পাঠ্যক্রমের কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি তৃপ্ত করার উপায় প্রতিফলিত করা (Reflect the means of satisfying individual needs)।

চার আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম একটি সমন্বয়িত অভিজ্ঞতাতন্ত্র (Integrated system of expreriences)। পাঠ্যক্রমের এই ধারণা শিশুমনের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের মধ্যে কোনো-না-কোনো একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে, স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সমন্বয়ন বা সংশ্লেষণ সেগুলির আয়ত্তীকরণে এবং সংরক্ষণে সহায়তা করে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলিকে যত সুষ্ঠুভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করা যাবে, ততই সেগুলি শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হবে এবং সংরক্ষণ করাও সহজ হবে। তাই পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান কাজ হল, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বা ব্যাপক অর্থে মানবসমাজের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সংশ্লেষণী রূপটি তুলে ধরা (Reflect the synthetic pattern of knowledge)। জ্ঞানের সমন্বয়ন

পাঁচ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি বা মুখস্থের দ্বারা শিক্ষার্থীগণ যে জ্ঞান অর্জন করে, সে জ্ঞান তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করে না। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীরা যখন বস্তুজগতের সঙ্গে মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তখনই তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের ব্যক্তিগত মানসিক সক্রিয়তাভিত্তিক জ্ঞানই শিক্ষার্থীদের জীবনের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান কাজ হল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলা। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যাতে সেগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় মানসিক সক্রিয়তা আনা সম্ভব হয়। মানসিক সক্রিয়তা আনয়ন

ছয় আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, আধুনিক পাঠ্যক্রমকে বহুমুখী অভিজ্ঞতার একটি সমন্বয়তন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মধ্যে তার দৈহিক বিকাশও (Physical development) অন্তর্ভুক্ত। আর বিকাশের এই দিকটিতে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত দৈহিক সক্রিয়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, দৈহিক সক্রিয়তা ছাড়া দৈহিক বিকাশ হতে পারে না ; যেমন মানসিক সক্রিয়তা ছাড়া মানসিক বিকাশ হয় না। তাই পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার লক্ষ্যের উপযোগী করার জন্য আধুনিক কালে তার মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান সংযোজিত করা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে দৈহিক সক্রিয়তার উদ্দীপক (Stimulus) হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের একটি কাজ হল শিক্ষার্থীদের দৈহিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলা। দৈহিক সক্রিয়তা সৃষ্টি

সাত আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষণপদ্ধতি বা কৌশলগুলিও পাঠ্যক্রমের উপাদান। যে পাঠ্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না, শিক্ষাক্ষেত্রে তার কোনো গুরুত্বই থাকতে পারে না। পাঠ্যক্রম কার্যকর করার দায়িত্ব থাকে শিক্ষকের উপর। কিন্তু, অনেক সময় কর্মরত শিক্ষকের সে বিষয়ে সার্বিক ধারণা না থাকার জন্য, একটি আদর্শ পাঠ্যক্রমও উদ্দেশ্যচ্যুত হয়। এই অনিশ্চয়তা দূর করার দায়িত্ব পাঠ্যক্রমকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই আধুনিক পাঠ্যক্রমের কাজ শুধুমাত্র কতকগুলি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার একটি তালিকা পরিবেশন করা নয় ; তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে, সেই বিষয়বস্তু শিক্ষণের কৌশল সম্পর্কে সুনিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা। শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারন

আট পাঠ্যক্রমের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের চাহিদা পরিতৃপ্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা একটি গতীয় প্রক্রিয়া (Dynamic process) যা জীবনব্যাপী চলতে থাকে। শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনে ওই গতিশীল শিক্ষার ধর্ম সঞ্চারিত করা। তাৎক্ষণিকভাবে কতকগুলি চাহিদার পরিতৃপ্তি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে জীবনব্যাপী শিক্ষাভিমুখী গতিসঞ্চার করা যায় না। আগ্রহ ও চাহিদা সৃষ্টি

Scanned by CamScanner

মনোবিদগণ বলেছেন আগ্রহই (Interest) একমাত্র ব্যক্তিজীবনে স্থায়ী অভিমুখিতা আনতে পারে। এই কারণে পাঠ্যক্রমের কাজ হল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করা এবং তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা। আধুনিক পাঠ্যক্রম এই দায়িত্ব পালন করে, শিক্ষার গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশ অভিমুখী গতি সঞ্চার করে।

মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

নয় মূল্যায়নও (Evaluation) আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক মূল্যায়ন কৌশলগুলি শিখন অভিজ্ঞতা (Learning experiences) এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Objectives of education) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে, শিখন অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়ই হল পাঠ্যক্রম। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যের উপর মূল্যায়ন কৌশলের সার্থকতা নির্ভর করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করা যায়। সুতরাং, পাঠ্যক্রম এমন হওয়া উচিত যে, সেটিকে অনুশীলনকালে শিক্ষার্থী তার নিজের ক্ষমতার এবং অগ্রগতির মূল্যায়ন সহজে করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যে-কোনো পাঠ্যক্রমের আকর্ষণ শিক্ষার্থীদের কাছে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের কাজ হবে মূল্যায়নের কাজকে সহায়তা করা।

মন্তব্য

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে পাঠ্যক্রমকে শুধুমাত্র কয়েকটি পাঠ্যবিষয়ের বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। পাঠ্যক্রম একদিকে যেমন শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter) সরবরাহ করে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষণপদ্ধতির প্রকৃতিও নির্ধারণ করে। আবার, এই পাঠ্যক্রমই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের কৌশলগুলি কী হবে তাও নির্ধারণ করে। পূর্বে ধারণা ছিল, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজ (Administrative) এবং শিক্ষণপদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ কর্মরত শিক্ষকের কাজ। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা করতে পারলে তার দ্বারা শিক্ষার প্রক্রিয়া বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা লাভ করে।

Scanned by CamScanner